১. আরবদের সিন্ধু বিজয়

(ক) ঐতিহাসিক উপাদান ঃ আরব মুসলমানদের বিভিন্ন দিকে সাম্রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব নেই। কিন্তু ভারতে তাদের অভিযান সম্পর্কিত ঐতিহাসিক উপাদান কম। আল-বিলাদুরি গ্রন্থে আরবদের ভারত অভিযানের বর্ণনা থাকলেও এতে সঠিক ঘটনাক্রম পাওয়া যায় না। আল-তারি ও খুলাসাৎ-উল-আকবর এক্ষেত্রে দুটি সহায়ক গ্রন্থ। পরবর্তীকালের দুটি গ্রন্থ তারিখ-এ-সিন্ধ ও তুহ্‌ফাৎ-উল-কিরাণ গ্রন্থে আরবদের সিন্ধু বিজয়ের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া চাচ্‌নামা নামে এক গ্রন্থ থেকেও এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

লিখিত উপাদান

(খ) কারণ ঃ আরবদের সিন্ধু অভিযানের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকগণ একমত নন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক খলিফাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের বৃহত্তর পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে সিন্ধু অভিযানকে দেখেছেন। ৬৪৪ খ্রীঃ-এর মধ্যে আরবগণ পারস্য অধিকার করে। ৬৫০ খ্রীঃ-এর মধ্যে অক্ষুনদী ও হিন্দুকুশ পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চল তারা দখল করে নেয়। আরব সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা হজ্জাজ-বিন-ইউসুফের নেতৃত্বে আরব সেনা মধ্যএশিয়ার বোখারা, সমরখন্দ ও ফরঘনা অঞ্চল জয় করে নেয়। অতএব এই পরিস্থিতিতে

বৃহত্তর সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনার অঙ্গ

Scanned with CamScanner

ভারতের ওপর আরব-শাসকদের দৃষ্টি পড়বে তা ছিল প্রত্যাশিত। অনেকে এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন আরবদের ধনলিপ্সা ও লুণ্ঠনের প্রতি আগ্রহকে। খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর বহু পূর্ব থেকেই আরব বণিকগণ ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলির সঙ্গে বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। ভারতের সম্পদ ও ঐশ্বর্যের প্রতি তারা প্রলুব্ধ হবে এ ছিল স্বাভাবিক। অনেক ভারতীয় নৃপতি আরব বণিকদের নানান বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধাও প্রদান করেছিল। এর ফলে ভারতের প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে তার ধনসম্পত্তি হস্তগত করা ছিল ইসলামসম্মত। লুণ্ঠিত সামগ্রী সরকার ও সেনার মধ্যে শরিয়তী বিধি খাম্‌স অনুসারে বণ্টিত হত। এর ফলে আরব সেনারা লুণ্ঠনকার্যে আরও উৎসাহিত বোধ করত। আরনল্ডের মতো কিছু ঐতিহাসিক সিন্ধু অভিযানের পেছনে লুণ্ঠন তত্ত্বের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিলেও চাচ্‌নামার মতো সমসাময়িক ঐতিহাসিক রচনায় এ ধরনের কিছুর উল্লেখ নেই।

ধনলিপ্সা ও লুণ্ঠন

আরবদের সিন্ধু অভিযানের অন্যতম কারণ যে বাণিজ্য বিস্তার, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভারতীয় মশলা, রেশম ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর ইওরোপের বাজারে প্রচুর চাহিদা ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যের ওপর আরব বণিকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ভারতের সঙ্গে ইওরোপের বাণিজ্যে তারা মধ্যস্থের ভূমিকা পালন করে। অতএব ভারতের কোন ভূখণ্ড আরব অধিকারে এলে তা বাণিজ্যিক স্বার্থের অনুকূল হতে পারে, এ কথা আরব নীতি-নির্ধারকদের অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন। কেউ কেউ সিন্ধু অভিযানের পেছনে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যের ওপর জোর দিয়েছেন। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন দক্ষিণভারতে অনেক আরব মুসলমান বণিক বসতি স্থাপন করে, এমনকি মসজিদও নির্মাণ করে। স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। হিন্দুরাজাগণও তাদের ধর্মাচরণের পূর্ণ অধিকার দেন। এমনকি সিন্ধুরাজের প্রশাসনিক ও সেনা বিভাগেও কিছু সংখ্যক আরব নিযুক্ত ছিল। অতএব ভারতের বুকে এই প্রথম মুসলমান সামরিক অভিযানের কারণটি শুধুমাত্র ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করলে অতিসরলীকরণ হয়ে যায়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল মুখ্য যদিও এর সঙ্গে ধর্মীয় উদ্দীপনা যুক্ত হয়ে অভিযানের পক্ষে এক অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল।

বাণিজ্য বিস্তার

ইসলাম ধর্ম প্রচার

মুখ্য উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

আরব শাসনকর্তা হজ্জাজের সিন্ধু অভিযানের কিছু প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। খ্রীঃ অষ্টম শতাব্দীর গোড়ায় সিংহলরাজ কর্তৃক হজ্জাজের উদ্দেশে জাহাজে প্রেরিত কিছু উপহার সামগ্রী সিন্ধু সংলগ্ন আরব সাগরে জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। এই ঘটনার জন্য হজ্জাজ সিন্ধুরাজ দাহিরকে দায়ী করে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। একটি মত অনুসারে লুণ্ঠিত জাহাজে সিংহলে অবস্থানকালে মৃত কিছু আরব বণিকের নিরাশ্রয় কন্যারা ছিল। অপর একটি মত অনুসারে ক্রীতদাসী ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী ক্রয়ের উদ্দেশ্যে খলিফা তাঁর বিশ্বস্ত যে অনুচরদের ভারতে প্রেরণ করেছিলেন, তাদের জাহাজ লুণ্ঠিত হয়েছিল। যাই হোক, লুণ্ঠিত জাহাজে কি ছিল তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও এই ঘটনার জন্য সিন্ধুরাজ দাহিরকে দায়ী করে ক্ষতিপূরণ দাবি করলে তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক এ. কে. এম. আবদুল আলীম দাহিরের বিরুদ্ধে আরব মুসলমানদের বিরুদ্ধে পারস্যবাসীকে সাহায্য করা ও হজ্জাজ বিরোধী বিদ্রোহীদের সিন্ধুরাজ্যে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগের উল্লেখ করেছেন। এর পর তাঁর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ করা হয়।

প্রত্যক্ষ কারণ

হজ্জাজের উদ্দেশ্যে প্রেরিত জাহাজ লুণ্ঠন

আরব বিরোধীদের দাহিরের সমর্থন

(গ) সিন্ধু অভিযান ঃ হজ্জাজ প্রথমে ওবেদুল্লা ও পরে বুদাইল নামে দুই সেনাপতির অধীনে দুটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু অভিযান দুটি ব্যর্থ হলে ও দুই সেনাপতি নিহত হলে ক্ষুব্ধ হজ্জাজ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মহম্মদ-বিন-কাশিমের নেতৃত্বে তৃতীয়

প্রথম দুই অভিযান ব্যর্থ

Scanned with CamScanner

তৃতীয় অভিযান ৭১১-৭১২ খ্রীঃ

অভিযান প্রেরণ করেন। ৭১১-৭১২ খ্রীঃ-এ আরব বাহিনী ইরাণ ও মাকরানের ভেতর দিয়ে সিন্ধুবন্দর দেবলে পৌঁছয়। অপর একদল আরবসেনা রসদ ও অস্ত্রশস্ত্রসহ জলপথে মূলবাহিনীকে সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়। 'বলিস্ত' নামে এক প্রস্তর নিক্ষেপক অস্ত্র ব্যবহার করে আরবসেনা সুরক্ষিত দেবল বন্দর-নগরটি ধ্বংস করে দেয়। এর পর তারা নিরুণ, সিওয়ান অধিকার করে ৭১২ খ্রীঃ- এর মাঝামাঝি ব্রাহ্মণাবাদে পৌঁছয়। সেখানে সিন্ধুরাজ দাহিরের মূলবাহিনীর সঙ্গে মহম্মদ-বিন-কাশিমের সংঘর্ষ হয়। দাহির পরাজিত ও নিহত হন। কাশিম রাওয়ার দুর্গ আক্রমণ করলে দাহিরের পত্নী রানিবাঈ ও পুত্র জয়সিংহ প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুললেও শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হন। রানিবাঈ পরিচারিকাবৃন্দসহ জহরব্রত পালন করেন। জয়সিংহ আলোর ও ব্রাহ্মণাবাদে প্রতিরোধ গড়ে তুললেও কিছু মন্ত্রী ও সামন্তরাজের বিশ্বাসঘাতকতায় শহর দুটি আরবদের হস্তগত হয়। এর পর কাশিম ৭১৩ খ্রীঃ-এ মুলতান অঞ্চল অধিকার করে নেন। কাশিমের শেষ অভিযান ছিল কনৌজের বিরুদ্ধে, কিন্তু তা সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই তাঁকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

দাহির নিহত

পত্নী ও পুত্রের প্রতিরোধ

আলোর ও ব্রাহ্মণাবাদ জয়

আরব সেনাবাহিনীর উন্নত মান

(ঘ) আরবসেনার জয়ের কারণ : কয়েকটি কারণে আরবসেনা সহজেই সিন্ধু অঞ্চল অধিকার করতে সমর্থ হয়। *প্রথম*ত, সেনাবাহিনীর সুষ্ঠু পরিচালনা, যোগ্য নেতৃত্ব, উন্নতমানের সমরকৌশল ও অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহার, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আরব বাহিনী সিন্ধুবাহিনীর থেকে অগ্রসর ছিল। আরব নৌবহরের সামনে দাহিরের নৌবাহিনীর দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে। *দ্বিতীয়ত*, পারিবারিক বিবাদে সিন্ধু রাজপরিবার দুর্বল হয়ে পড়ে। দাহিরের সঙ্গে জ্যেষ্ঠভ্রাতা দাহারশিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধের ফলে সিন্ধু রাজ্য দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। দাহারশিয়ারের মৃত্যুর পর দাহির সিন্ধুরাজ্যের ঐক্য ফিরিয়ে আনলেও বিপক্ষের সামন্তগণ তাঁকে মেনে নেয়নি। বরং তারা আরব আক্রমণকারীদের সমর্থন করেছিল। তাছাড়া দাহিরের পিতা চাচ ব্রাহ্মণ হয়েও শূদ্ররমণীকে বিবাহ করায় প্রজাবর্গের বিরাগভাজন হন। চাচ-পুত্র দাহিরকেও উচ্চবর্ণের মানুষ ও সামন্তবর্গের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। *তৃতীয়ত*, জাতিভেদ প্রথার কড়াকড়ির কারণে সিন্ধু সমাজ বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণদের কঠোর অনুশাসনে বৈশ্য, শূদ্র, জাঠ, মেড এমনকি বৌদ্ধরাও নির্যাতিত হত। সমাজের এই বিক্ষুব্ধ অংশ আরব সেনাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছে। এদের অনেকে পরবর্তীকালে ইসলামধর্মও গ্রহণ করেছে। সর্বোপরি, স্বয়ং খলিফার অনুপ্রেরণায় প্রেরিত অভিযানে ধর্মোন্মত্ততারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

সিন্ধুরাজের পারিবারিক বিবাদ ও জনসমর্থনের অভাব

বর্ণবিভাজিত সমাজে নিম্নবর্ণের ওপর অত্যাচার

উদার ও সহিষ্ণু সামরিক শাসন

(ঙ) আরব শাসনব্যবস্থা : মহম্মদ-বিন-কাশিমের অধীনে সিন্ধুর শাসনব্যবস্থা উদার ও সহিষ্ণু ছিল। অধিকৃত সিন্ধু অঞ্চলকে কতকগুলি জেলায় ভাগ করে সামরিক শাসকদের অধীনে রাখা হয়। খলিফাকে সামরিক সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারা নিজেদের অঞ্চলে স্বাধীনভাবেই শাসন করত। এইভাবে সিন্ধু অঞ্চলে কিছু মুসলমান সামরিক উপনিবেশ গড়ে ওঠে। নীচু স্তরের শাসনভার স্থানীয় জনসাধারণের হাতেই ন্যস্ত ছিল। শাসক পরিবর্তন হলেও স্থানীয় শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। ভূমিরাজস্ব ও জিজিয়া কর ছিল রাজ্যের আয়ের উৎস। আরবদের সিন্ধু অভিযানের প্রথম দিকে হিন্দু মন্দির ধ্বংসের কিছু ঘটনা ঘটলেও আরবশাসকগণ পরবর্তীকালে ধর্মীয় উদারতা প্রদর্শন করেন। জিজিয়া কর প্রদানের পরিবর্তে হিন্দুরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে।

স্থানীয় রীতিনীতি অপরিবর্তিত

জিজিয়া কর

(চ) মহম্মদ-বিন-কাশিমের মৃত্যু : পুরনো কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকগণ মহম্মদ-বিন-কাশিমের মৃত্যুর এক রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁদের মতে সিন্ধুরাজ দাহিরের দুই কন্যা পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে অভিযোগ করে যে তারা কাশিমের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। এই ঘটনার ভিত্তিতে খলিফার নির্দেশে কাশিমের প্রাণদণ্ড হয়। এই কাহিনীর

প্রাণদণ্ড

Scanned with CamScanner

সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে। মীর মাসুমের তারিখ-ই-মাসুমী ও ফুতুহ-ই-বুলদানে বলা হয়েছে যে কাশিমকে খলিফার রাজধানী দামাস্কাসে কারারুদ্ধ করে শেষে হত্যা করা হয়।

(ছ) কাশিম-উত্তর সিন্ধু ঃ মহম্মদ-বিন-কাশিমের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও নিহত হওয়ার পর খলিফা ওমর-বিন-আবদুল আজিজ সিন্ধু অঞ্চলের হিন্দু শাসকদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে উৎসাহিত করলে দাহির-পুত্র জয়সিংহসহ অনেকেই তাতে রাজি হন। ৭২৪ খ্রীঃ-এ জুনাইদ সিন্ধুর শাসক নিযুক্ত হয়ে এক আরববিরোধী বিদ্রোহ দমন করেন। জয়সিংহ পুনরায় স্বধর্মে ফিরে এসে বিদ্রোহ করলে জুনাইদের হাতে নিহত হন। আরব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জুনাইদ কাথিয়াওয়াড় ও উজ্জয়িনী অভিযানে যান। কিন্তু সিন্ধু অঞ্চলের বাইরে অভিযানগুলি ব্যর্থ হলে ৭৪০ খ্রীঃ-এ তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। পরবর্তী আরব শাসকগণ বিদ্রোহ দমন ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছু করতে পারেননি। গুজরাতের চালুক্য, রাজপুতানার প্রতিহার ও কাশ্মীরের কার্কট বংশীয় রাজাদের ক্রমাগত আক্রমণে আরবদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে আব্বাসিদ বংশের খলিফাদের পতন হলে সিন্ধুর আরব নেতৃত্বের মধ্যে অন্তর্কলহ দেখা দেয়। খ্রীঃ নবম শতাব্দীর শেষভাগে সিন্ধু খলিফার অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

জুনাইদ

দাহির-পুত্রের বিদ্রোহ

চালুক্য, প্রতিহার ও কার্কটদের প্রতিরোধ

সিন্ধু খলিফার নিয়ন্ত্রণমুক্ত

(জ) আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল ঃ আরবদের সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল সম্পর্কে ইংরাজ ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল একটি বিখ্যাত মন্তব্য করেছিলেন। তা হল, এই বিজয় ভারত ও ইসলামের ইতিহাসে একটি আখ্যান মাত্র, এটি একটি নিষ্ফলা বিজয়। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক উলস্‌লি হেগও একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন, ভারতের ইতিহাসে এটি একটি আখ্যানের বেশি কিছু নয়, এই বিশাল দেশের এক ক্ষুদ্র অংশকে তা প্রভাবিত করেছিল। এ কথা সত্য যে রাজনৈতিক দিক থেকে আরবদের সিন্ধু বিজয় মূল ভারতীয় ইতিহাসকে কোন ভাবেই প্রভাবিত করতে পারেনি। কারণ সিন্ধু ভারতের এক প্রান্তে অবস্থিত ও সেখানকার আরব মুসলমান শাসকগণ চেষ্টা করেও ভারতের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করতে পারেনি। কারণ চালুক্য ও প্রতিহার শক্তি ওই অঞ্চলে অনতিক্রম্য ছিল। অতএব রাজনৈতিক দিক থেকে আরবদের সিন্ধু বিজয় ছিল একটি অতি অকিঞ্চিৎকর ঘটনা।

লেনপুল ও হেগের মন্তব্য

রাজনৈতিক দিক থেকে অকিঞ্চিৎকর ঘটনা

কিন্তু বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সিন্ধু অঞ্চলে আরবদের স্বল্পকালের শাসন আদৌ নিষ্ফলা ছিল না। দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা পশ্চিম উপকূলে আরবদের বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ সিন্ধু বিজয়ের ফলে আরও সুদৃঢ় হয়। আরব বাণিকদের বাণিজ্য এই সময়ে সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। অপরদিকে সিন্ধু-দেশীয় বণিকগণ আরবদেশের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে।

বাণিজ্য সম্প্রসারণ

একথা সত্য যে আরবশাসকগণ কিছু সংখ্যক ভারতীয়কে ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিল। সিন্ধীভাষার উপর আরবী ভাষার প্রভাব পড়েছিল কারণ সিন্ধীভাষায় অনেক আরবী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। দীর্ঘকাল ভারতীয় হিন্দুদের পাশে বাস করে আরব মুসলমানগণ হিন্দু দর্শন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, সঙ্গীত ও চিত্রকলার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। আরব পণ্ডিত আবু মা'শর দীর্ঘ দশ বছরকাল বারাণসীতে হিন্দু বিজ্ঞানীদের কাছে জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। খলিফা মনসুরের উৎসাহে ব্রহ্মগুপ্ত রচিত জ্যোতির্বিদ্যার দুটি গ্রন্থ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও খণ্ড-খাদ্যক আরবীভাষায় অনুদিত হয়। খলিফা হারুন-অল-রশিদ ভারতীয় চিকিৎসকের দ্বারা রোগমুক্ত হন। ভারতীয় আয়ুর্বেদ আরবদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। হিন্দু পণ্ডিত, চিত্রশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, এমনকি রাজমিস্ত্রী সসম্মানে আরবদেশে আমন্ত্রিত হতেন। আরবদেশীয় বিজ্ঞানীগণ ভারতীয় গাণিতিক সংখ্যাতত্ত্ব থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। ঐতিহাসিক হ্যাভেল যথার্থই মন্তব্য করেছেন, আরব সাহিত্য, স্থাপত্য, শিল্প ও অন্যান্য শিল্পকলা ভারতীয় উৎকর্ষতা লাভ করেছিল।

সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান

Scanned with CamScanner

নিষ্ফলা বিজয় নয়

অতএব রাজনৈতিক দিক থেকে আরবদের সিন্ধু বিজয় একটি অকিঞ্চিৎকর ঘটনা হলেও দুদেশের মধ্যে ভাববিনিময় ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে একে 'নিষ্ফলা বিজয়' আখ্যা দেওয়া ইতিহাসসম্মত নয়। উন্মেষপর্বের ইসলাম ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেছিল।

Scanned with CamScanner